আজকের কাগজ ২৮

তারিখ ... 1 1 FEB 1993
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৪

১৯৯৪ সালের এসএসসি পরীক্ষা প্রসঙ্গে

এরশাদ আমলে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় যে নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতি চালু করা হয়, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসেই শিক্ষক ও অভিভাবকদের সঙ্গে কোনোরূপ আলোচনা ছাড়াই প্রতিটি বৈর্ব্যক্তিক পত্রে টাস্কফোর্স প্রবর্তিত ৫০০ প্রশ্নের প্রশ্নব্যাংক প্রণয়ন করে ও এই ৫০০ প্রশ্নের বাইরে কোনরূপ প্রশ্ন পড়তে হবে না বলে ঘোষণা দেন। ফলে ১৯৯২ সালের পরীক্ষার ফলাফলে ভূরি ভূরি প্রথম বিভাগ ও ষ্টার মার্কস পরিলক্ষিত হয়। তাই শিক্ষা মন্ত্রণালয় বাধ্য হয়ে ১৯৯৩ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্যে ওই টাস্কফোর্স প্রবর্তিত ৫০০ প্রশ্ন বাতিল করে সম্পূর্ণ সিলেবাস থেকে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করার এবং নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক উভয় পত্রে পাসের নির্দেশ প্রদান করলেও পরবর্তীতে কিছু ছাত্রের আন্দোলন ও গাড়ি ভাংচুরের ঘটনায় উক্ত আদেশ বাতিল করে পূর্বোক্ত নিয়ম বহাল রাখেন। সে কারণে আজ লাখো লাখো ছাত্র-ছাত্রী ইচ্ছে করলেও টাস্কফোর্সের ৫০০ প্রশ্নের বাইরে কিছু শিখতে পারছে না। কিন্তু সরকারের এই হটকারি সিদ্ধান্তে হাজার হাজার মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী সিলেবাসের অনেক বিষয়েই অজ্ঞ থেকে যাচ্ছে। উপরন্তু রচনামূলক পত্রে পাসের কোনো বাধ্যবাদকতা না থাকায় লেখার অভ্যাসও কমে যাচ্ছে। তাই একজন সচেতন অভিভাবক হিসেবে আমার আকুল আবেদন ১৯৯২ ও ৯৩ এর মতো ১৯৯৪-এর ছাত্র-ছাত্রীদেরকে টাস্কফোর্স প্রবর্তিত ৫০০ প্রশ্নের মরণ ছোবল থেকে রক্ষাকল্পে এ নির্দিষ্ট প্রশ্নব্যাংক বাতিল করে সম্পূর্ণ সিলেবাস থেকে প্রশ্নপত্র প্রণয়ন করার অথবা ৫০০ প্রশ্নের মধ্য থেকে ৩০ মার্কস ও সম্পূর্ণ সিলেবাসের মধ্য থেকে ২০ মার্কসের নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা চালু করার আদেশ প্রদান করা হোক যাতে ১৯৯৪ সালের পরীক্ষার্থীরা টাস্কফোর্সের ঐ নির্দিষ্ট ৫০০ প্রশ্নের কালো হাত থেকে রক্ষা পায়।

আহমেদ তুহিন
বেড়া, পাবনা।